দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

# রোকেয়া ভার্সিটির সাবেক উপাচার্য ও অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার কারাগারে

## দুদকের মামলায় আরো তিনজনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা

■ রংপুর প্রতিনিধি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জলিল মিয়া ও অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার শাজাহান আলী মণ্ডলের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রংপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হুমায়ুন কবীর এ আদেশ দেন। এ ছাড়াও চার্জশিটভুক্ত অন্য তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। দুদক রংপুরের উপ-পরিচালক মোজাহার আলী সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে দুদকের মামলায় আটকের খবরে বেরোবি ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চের শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, অধ্যাপক ড. আব্দুল জলিল মিয়া উপাচার্য থাকাকালীন মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে বেরোবিতে ৩৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন তহবিল থেকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিয়ে সরকারের ৯৮ লাখ টাকা ক্ষতি করেন। প্রাথমিক তদন্ত শেষে নিয়োগের অভিযোগে দুদকের রংপুর সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আবদুল করিম ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারি উপাচার্য আব্দুল জলিল মিয়াসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

## রোকেয়া ভার্সিটির সাবেক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্য আসামিরা হলেন- সদ্য পদোন্নতি পাওয়া অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এটিজিএম গোলাম ফিরোজ, উপ-রেজিস্ট্রার মোর্শেদ উল আলম রনি ও উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) খন্দকার আশরাফুল আলম। গত ১৯ মার্চ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন দুদক রংপুরের উপ পরিচালক মোজাহার আলী সরকার। গতকাল আসামিদের জামিন শুনানির দিন ধার্য ছিল।

দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চের অগ্রভাগের শিক্ষক একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আপেল মাহমুদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে এই ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।